মরিচ গাছের পাতা কুকড়িয়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ চাষিই বিপাকে পড়েন । এ কারণে ফলনও কমে যায় । তবে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নিলে এ সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব । গাছের যে কোনো অবস্থায় এ রোগ হতে পারে । আক্রান্ত গাছের পাতা কুকড়ে যায় ও স্বাভাবিক পাতার তুলনায় পুরু হয় । পাতাগুলো ছোট ও গুচ্ছাকৃতি হয়ে যায়, গাছ খর্বাকৃতি ও সংকুচিত হয়ে ছোট ঝোপের মত মনে হয়।ফল আকারে ছোট ও কুকড়ানো হয়।

মূলত মরিচ গাছের পাতা মাইট/মাকড় এবং ভাইরাসের আক্রমণে কুকড়ে যায়। মাইটের আক্রমণে কুকড়িয়ে গেলে পাতা নিচের দিকে বাঁকা হবে ও ডগার কুশি কুকড়িয়ে এর বৃদ্ধি থেমে যাবে। পাতাতে সবুজ-হলুদের মিশ্রণ থাকবে না। ভাইরাসের ক্ষেত্রে পাতায় সবুজ হলুদের মিশ্রণ থাকবে ও ডগায় কুশি থাকবে।

মাইটের আক্রমণে প্রতিকার: মাইটের আক্রমণ হলে ভার্টিমেক/ওমাইট/থিয়াভিট ২ মিলি বা প্রতি লিটার পানিতে ৮-১০ ফোঁটা হারে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। প্রথমবার স্প্রে করার ৫-৭ দিন পর পুনরায় স্প্রে করতে হবে। পাতার নিচের পিঠ সহ পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার আগে কুকড়ানো ডগা কেটে ফেলতে হবে। তবে মাইট আক্রমণের পূর্বেই ইকোম্যাক (বায়ো মাইটিসাইড) ১৫ দিন পর পর স্প্রে করলে ভালো হয়। এছাড়াও পেগাসাস, ওমাইট ইত্যাদি মাইটিসাইড ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ভার্টিমেক মাইট দমনের জন্য খুব কার্যকর।

ভাইরাসের আক্রমণে প্রতিকার: নিয়মিত পর্যবেক্ষণ পূর্বক সাদামাছি, জাবপোকা দমন করতে হবে। এজন্য একতারা বা ইমিটাফ বা এডমায়ার বা টাফগর যেকোন একটি প্রতি লিটার পানির সাথে ৮ থেকে ১০ ফোঁটা মিশিয়ে করা যায়

থ্রিপসের আক্রমণে প্রতিকার: থ্রিপস আক্রান্ত মরিচ গাছের পাতা উপরের দিকে বেকে কুকড়ে যায় এবং এজন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ পূর্বক থ্রিপস দমন করতে হবে। এজন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লেবাসিড/এডমায়ার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

লেখক:-উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আÂলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন-০১৭১১১১১৪৭৪

আলু ও মরিচের পাতা কুকড়ানো রোগ

১। পাতা কুকড়ানো আলু ও মরিচের গাছ তুলে ফেলতে হবে।
২। ইমিটাফ নামক Insecticide ০.৫ মি.লি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে পাতার উপরে ও নীচে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে ১৫ দিন পর পর।
৩। আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

আলু ও মরিচের চারা কাটা

১। জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
২। Chloropyrifos 20 cc ৫ মি.লি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে। ১০ দিন পর পর ভিজাতে হবে।

ড. মাহবুবা বেগম
এসএসও, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
বারি, গাজীপুর
মোবাইল-০১৬২৮৪৯১৩১৯